natunbarta.com

Sat,25 Oct, 2014 01:56:13 pm

অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্সের উদ্যোগকে ইতিবাচক দেখছেন উদ্যোক্তারা

ইকরাম কবীর নতুন বার্তা ডটকম

ঢাকা: অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে প্রস্তাবিত অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দিলেও বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা তাদের কারখানা পরিদর্শনকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই প্রক্রিয়া শেষ হলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্ববাজারে উজ্জ্বল হবে বলেও মনে করেন তারা। বিজিএমইএ'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও স্টার্লিং গ্রুপের চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান বলেন, "৩০ বছর পেরিয়ে আমরা একটা জায়গায় এসেছি এবং এখন সময় হয়েছে আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলা। আগে ক্রেতারাও চাননি, আমরাও করিনি। এই সমস্যাগুলো'তো আমাদের ভাবমূর্তি ধ্বংস করছে।" অনেকের মতে, বাংলাদেশের গার্মেন্টসের কী কী লাভ হয়েছে, এটা এই মুহূর্তে বলা খুব কঠিন কারণ দৃশ্যমান উন্নতি বা প্রভাব এই মুহূর্তে এই সেক্টরে পড়বে না। তবে উদ্যোগটা নিঃসন্দেহে ক্রেতাদের নজরে থাকবে। জেএসকে-ঢাকা'র সিনিয়ার মার্চেন্ডাইজার রুংকু সি বিশ্বাস মনে করেন, অ্যাকর্ড ও এলায়্যান্স এর উদ্যোগের চেয়ে জরুরি হলো আমাদের সরকারের উদ্যোগ যা দৃশ্যমান শূন্য, তুলনামূলক ভাবে ভারতের চেয়ে। তবে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়্যান্সের উদ্যোগের ফলে গার্মেন্টসগুলো অবশ্যই নিজেদের উদ্যোগে তাদের অবস্থার উন্নতি করবে বলেই আমার বিশ্বাস। এদিকে, এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের এক হাজার ১০৬টি গার্মেন্টস কারখনা পরিদর্শন করেছে ইউরোপভিত্তিক ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড। তারা বলেছে প্রায় সব কারখানায়ই কমবেশি ত্রুটি পাওয়া গেছে। ছোট-বড় মিলিয়ে অন্তত ৮০ হাজার ত্রুটি পাওয়া গেছে বলে জানানো হয়েছে। অ্যাকর্ডের প্রধান নিরাপত্তা পরিদর্শক ব্র্যাড লোয়েন বলেছেন, পরিদর্শন করা সব কারখানায় ছোট-বড় নিরাপত্তা ঝুঁকি পাওয়া গেছে। প্রতিবেদন আরো বলেছে আমেরিকা-ভিত্তিক ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স ৫৮৭টি কারখানা পরিদর্শন করে চোট-বড় ত্রুটি পেয়েছে। আশি হাজার ত্রুটি সম্পর্কিত অ্যাকর্ডের পরিসংখ্যান নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন বিজিএমইএ'র সহ-সভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম। তিনি বলেন, 'কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়ে তাদের পক্ষ থেকে কিছু পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ত্রুটির কথা বলা হয়েছে। এসব ত্রুটি কারখানা বন্ধ হওয়ার মতো নয়। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ অনেক ত্রুটি সংশোধনও করেছে'। বিজিএমইএ আরো বলছে, পরিদর্শকরা যতগুলো কারখানা পরিদর্শন করেছেন আর যতগুলো ত্রুটি পেয়েছেন তার একটা যোগফল দিয়ে ৮০ হাজার ত্রুটির কথা বলেছেন। ত্রুটির সংখ্যা ৮০ হাজার নয়, তার চেয়ে অনেক অনেক কম, বলে জানিয়েছে বিজিএমইএ। পোশাক কারখানার কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সঙ্গে ইউরোপীয় অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল এ বছরের প্রথম দিকে। বিজিএমইএ বলছে, কারখানার কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে সংগঠন দুটি বিদেশি প্রকৌশলীদের দিয়ে বাংলাদেশের পোশাক কারখানা পরিদর্শন করানোয় এ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল। কারণ হিসেবে সংগঠনটি জানায়, এসব বিদেশি প্রকৌশলী এদেশের প্রেক্ষাপট না বুঝেই ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের (ন্যাপ) বাইরে গিয়েই কারখানা পরিদর্শন করেছে। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়ছিলেন মালিক ও শ্রমিকরা। কারখানা পরিদর্শনের সময় অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স তাদের দেয়া স্প্রিংলার, কারখানার বৈদ্যুতিক অবস্থার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত শর্তসমূহে ছাড় না দেয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বিজিএমইএ নেতারা। শহীদুল্লাহ আজীম বলেন, নিয়ম অনুযায়ী তারা কোনো কারখানা হঠাৎ পরিদর্শন করে কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারেন না। আর দিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। তবে তাদের কাছে আমরা সময় চেয়েছি, যাতে কারখানাগুলোর যে সমস্যা রয়েছে তা পর্যায়ক্রমে কমপ্লায়েন্স করতে পারি। বিদেশিদের একতরফা পরিদর্শনে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন মন্ত্রীরাও। তারা মনে করেন এ শিল্প নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ একাধিকবার এ ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুও অনেকবার বলেছেন যে, দু'টি জোটের পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্সের পরিদর্শন কার্যক্রমে এদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতা বিবেচনা না করেই কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সময় শ্রমিক ইউনিয়ন না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তারাই। এখন তারাই আবার ইউনিয়নের জন্য চাপ দিচ্ছে। বিজিএমইএ'র সভাপতি আতিকুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, সরকারের চুক্তি অনুযায়ী অ্যাকর্ড কারখানা সংস্কার ও স্থানান্তরে সময় ও অর্থ দেয়ার কথা। এখন তারা সময় না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে

দিচ্ছে। সাবেক সভাপতি মহিউদ্দীন আহমেদ বলেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো কমপ্লায়েন্সের নামে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র করছে এই জোটেরা, এভাবে এই শিল্প ধরে রাখা যাবে না। এ দিকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প খাতের এমন বেপরোয়া বেড়ে ওঠার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ না থাকাকেই দায়ী করছেন বিশ্লেষকেরা। তাদের মতে, রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশ অবদান রক্ষাকারী বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতকে দেখাশোনার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। কখনো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কখনো বস্ত্র মন্ত্রণালয়, কখনো শিল্প মন্ত্রণালয় আবার কখনো শ্রম মন্ত্রণালয় এ খাত নিয়ে কাজ করে। পরিবেশ, স্থানীয় সরকার, গণপূর্ত, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, পরিকল্পনা, পাটসহ কর্তৃত্ব দেখাতে চায় অন্তত ১৭টি মন্ত্রণালয় কিংবা বিভাগ। যদিও এ খাতের কোনো দুর্ঘটনা বা অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার দায় নিতে রাজি হয় না কোনো কর্তৃপক্ষই। ফলে নিয়ন্ত্রক, অভিভাবক এবং পরিকল্পনার অভাবে অনেকটা ফ্রি স্টাইলেই চলছে দেশের সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ও বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারী এ শিল্প খাতটি। তৈরি পোশাক শিল্প খাতের জন্য অ্যাপারেল বোর্ড গঠনের আলোচনা শেষ হয়নি গত ২৫ বছরেও। ফলস্বরূপ বিভিন্ন সরকারি অফিসকে ম্যানেজ করতে প্রতি বছর অন্তত ৩৫০ কোটি টাকা গুনতে হয় এ খাতের উদ্যোক্তাদের, বলে জানিয়েছেন একাধিক উদ্দোক্তা। গত তিন যুগের অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় তৈরী পোশাক শিল্প খাত এখন যেকোনো বিবেচনায় দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত। শিল্প খাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অপরাপর বেসরকারি খাতের ধারাবাহিক অবনতি ঘটলেও অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলেছে এ খাতটি। ১৯৯১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পোশাক শিল্প খাতের জন্য সর্বপ্রথম একটি পৃথক অ্যাপারেল বোর্ড গঠনের দাবি তোলেন এ খাতের উদ্যোক্তারা। তারও আগে ১৯৮৯ সালে এরশাদের শাসনামলে মন্ত্রিসভায় এ সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্তও অনুমোদিত হয়। প্রতি বছরই তৈরি পোশাক রফতানিকারকদের বার্ষিক প্রধান উৎসব বাটেক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে বিরোধিদলীয় নেতার কাছে এ দাবি উত্থাপন করে আসছেন তারা। অসংখ্যবার দাবি তোলা হয়েছে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় খোলার জন্য। প্রতিবারই সব পক্ষ থেকেই উদ্যোক্তারা কেবল আশ্বাসই পেয়ে আসছেন। আলোচনা চলমান আছে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। রিংকু বিশ্বাস বলেন, “কিছুদিন আগে , ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আমেরিকাতে "Made in India" ব্রান্ডিং করেছে , খুব ঘটা করে। এমন একটি বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ আমাদের সরকারের কাছ থেকে খুব বেশি দরকার, এই মুহূর্তে । যদি আমরা এই সেক্টরে টিকে থাকতে চাই।” বিজিএমইএ’র প্রাক্তন সহ-সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান মনে করেন এই পরিদর্শন শেষ হোয়ার পর বাংলাদেশ নিয়ে দু’টো ভালো প্রতিবেদন ক্রেতাদের কাছে গেলে তা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে এবং একই সঙ্গে পোশাকের মূল্য বাড়ানো নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। কারখানা পরিদর্শন নিয়েও বিতর্ক দেখা দিয়েছিল এই দুই ক্রেতা গ্রুপের মধ্যে এবং তাতে বিপাকে পড়েছিল বাংলাদেশের মালিকেরা। তারা জানিয়েছেন এই দুই গ্রুপের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় একই কারখানা একাধিকবার পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে জোটগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই সমন্বয়হীনতা আর থাকবে না। নতুন বার্তা/ইকে/জবা

Print

natunbarta.com

Copyright © 2017
All rights reserved

সম্পাদক : সরদার ফরিদ আহমদ
৪৬ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮০১৭৭৭৬৮১৫৭৫
ই-মেইল : info@natunbarta.com

Developed by : orangebd